দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... FEB. 3 .. 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ... ১২ ... কলাম ... ৫ ......

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নৈতিক অধঃপতন চরমে শিক্ষার পরিবেশ নেই ॥ প্রচলিত ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করে তুলতে হবে ॥ রাষ্ট্রপতি

স্টাফ রিপোর্টার ॥ রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ বলেছেন, সর্বগ্রাসী সন্ত্রাসের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার পরিবেশ নেই। এমন কোন দিন যায় না যেদিন দেশের কোন না কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস সংঘটিত না হচ্ছে। তিনি বলেন, শিক্ষাবিদরা আজ 'যুগোপযোগী শিক্ষা'র ওপর আলোচনা করছেন। আর ছাত্র সন্ত্রাসীরা হয়ত 'যুগোপযোগী সন্ত্রাস'-এর কার্যক্রম গ্রহণ করছে। চাঁদাবাজি, পণমূল্য আদায়, হল বা ছাত্রাবাস দখল-বেদখল শিক্ষাক্ষেত্রের স্বাভাবিক অবস্থা।

রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদ গতকাল ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ '৯৮ উপলক্ষে জাতীয় শিক্ষা সম্মেলন উদ্বোধনকালে, একথা বলেন। এবারের জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহের মূল বিষয় 'যুগোপযোগী শিক্ষা'।

রাষ্ট্রপতি শিক্ষাক্ষেত্রে করুণ অবস্থা তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, আমি বার বার বলেছি, আমাদের সর্বস্তরের শিক্ষার মান অনেক নিচে নেমে গেছে। এর প্রধান কারণ স্কুল-কলেজে ঠিকমতো লেখাপড়া হয় না। দেশের প্রায় প্রতিটি গ্রামেই এখন প্রাইমারী স্কুল আছে। ঐ সব স্কুলে শিক্ষকরা মাসের অধিকাংশ সময় অনুপস্থিত থাকেন, আর উপস্থিত থাকলেও অল্পসময়ের জন্য স্কুলে থেকে চলে যান। কেবল মাসিক বেতনের বিল তৈরির সময় তারা হাজির থাকেন। তাই প্রতিটি প্রাইমারী স্কুলের জন্য একটি স্থানীয় কমিটি গঠন করে স্কুলের পরিচালনের দায়িত্ব তাদের ওপর দেয়া যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, শিক্ষকরা স্কুলে এলেও ছাত্রছাত্রীদের পড়ান না। তারা ছাত্রছাত্রীদের বাড়িতে পড়ার উপদেশ দেন। এর ফলে ছাত্রছাত্রীরা বাড়িতে প্রাইভেট শিক্ষকের কাছে পড়তে বাধ্য হয়। কিন্তু গরিব ছাত্ররা প্রাইভেট পড়তে পারে না। ফলে পরীক্ষার সময় সবাই নকল করার দিকে ঝুঁকে পড়ে। নকল করে পরীক্ষায় পাস করার প্রবণতা এখন শিক্ষার সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়েছে এবং ছাত্ররা নকল করার অধিকারও দাবি করছে। তিনি বলেন, এই প্রবণতা একটি জাতির তথা সভ্যতার মৃত্যুর পূর্ব লক্ষণ। রাষ্ট্রপতি নকল প্রবণতা হ্রাসের জন্য নকলকারীদের সার্টিফিকেটে নকলকারী হিসাবে উল্লেখ করার প্রস্তাব দেন।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নৈতিক অধঃপতন চরমে পৌঁছেছে। কিছুদিন আগে এক বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষককে ঘুষের বিনিময়ে পরীক্ষার্থীদের বেশি নম্বর দেয়ায় কর্তৃপক্ষ চাকরিচ্যুত করেছে। নামকরা সরকারী কলেজের শিক্ষকবৃন্দ বেআইনীভাবে আদায় করা চাঁদার ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে প্রকাশ্যে মারামারি করেছেন বলে পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, এ ধরনের নৈতিক অধঃপতন কেবল উপদেশ দিয়ে বা ওয়াজ-নসিহত করে বন্ধ করা যাবে না-কঠোর শাস্তিই এর প্রতিষেধক। এই ঘটনায় কর্তৃপক্ষ যদি সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদেরকে সরাসরি ডিসমিস করে দিতেন তাহলে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতো না।

রাষ্ট্রপতি বলেন, সমগ্র বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে জ্ঞানের বিস্ফোরণ ঘটেছে। তার সঙ্গে আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে উপযোগী ও মানসম্পন্ন করে তুলতে হবে। এ জন্য চাই যুগোপযোগী শিক্ষা। তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরে পরিবার পরিকল্পনার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে পাঠ্যসূচী তৈরির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক, শিক্ষা সচিব কাজী রকিবউদ্দীন আহমদ ও মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সিরাজউদ্দীন আহমেদ বক্তৃতা করেন।

শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করে সাজাতে হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আর্থিক দৈন্য প্রধান অন্তরায়। এ ক্ষেত্রে শিক্ষকদের অভিনিবেশ ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমাদের বিপুল জনশক্তিকে মানব সম্পদে রূপান্তর করতে হবে।